দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 APR 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

কৃষিশিক্ষার গুরুত্ব

পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অন্যতম, যা সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ কৃষিকাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে কৃষি ও কৃষি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ১৬ কোটি মানুষের ছোট্ট এ দেশটির সামনে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ এখনও সফল হতে পারেনি। দেশের চাহিদা মেটাতে আমাদের প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য-শস্য আমদানি করতে হয়। প্রযুক্তিনির্ভর এ যুগে এদেশের কৃষির অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক। এদেশের শিক্ষিত সমাজ দিন দিন হয়ে উঠছে কৃষিবিমুখ। ফলে কৃষি ক্ষেত্র বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষিত সমাজের তত্ত্বাবধায়ন থেকে। এদেশে স্বশিক্ষিত কৃষকের ভয়ানক সঙ্কট, যা কৃষির উন্নতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া দেশের কৃষকরা নানা অভাব-অনটনে ও রোগ-শোকে জর্জরিত। তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৃষিপ্রণালী সম্পর্কে অজ্ঞ। কৃষি কাজে সেচ ও চাষ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ সনাতন পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। কৃষকেরা জানেন না যে, কৃষিভিত্তিক সব কাজ উন্নত যন্ত্রপাতির দ্বারা খুব ভালোভাবে করা যায়। অসচেতন ও অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হচ্ছে সার ও কীটনাশক। সময় মতো পানি সেচ, আগাছা দমন ও সঠিক পরিচর্যার অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসল পাচ্ছেন না কৃষকেরা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো কৃষি ক্ষেত্রে যখন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, তখন কৃষি শিক্ষার অভাবে আমরা মুখ থুবড়ে অনেক পিছনে পড়ে আছি। একমাত্র কৃষির উন্নতিতে মিলবে এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি। আর অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেবে উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। তাই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক শ্রেণির পাঠ্যতালিকায় কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশে কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। অশিক্ষিত কৃষকদের বিজ্ঞানসম্মত কৃষি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এভাবে কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারি। আর কৃষির উন্নতি হলেই দেশের অর্থনীতিতে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

মু. শাহীন আখতার
শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ